দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ২৭ DEC 2002

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও লাইব্রেরী

মোহাম্মদ সা'দাত আলী ॥ কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী ॥ প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০২ ॥ প্রচ্ছদ : রাসেদুজ্জামান রাসেল ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬০ ॥ মূল্য : ১৫০.০০।

পাঠাগারকে বলা হয় জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে পাঠাগারের বিকল্প নেই। যুগ যুগ ধরে মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য নিবেদিত থেকেছে বইয়ের কাছে। পাঠাগারের কাছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যতীত একজন পাঠক কেবলমাত্র পাঠাগার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। পরিণত হতে পারেন আলোকিত মানুষে। যে কারণে উন্নত বিশ্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পাঠাগারের প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। অথচ এদেশের চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘদিন পরও শিক্ষার অগ্রগতি যেমন ঘটেনি, তেমনি বিপুল সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে বইয়ের বাণী পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়নি। যে গুটিকয় পাঠাগার সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে তার প্রকৃত অবস্থা সুখকর নয়। অবকাঠামো ছাড়াও বই, জনবল, অর্থ ও আনুষঙ্গিক উপকরণাদির অভাবে সেগুলো ধুঁকে ধুঁকে চলছে। নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বহু পাঠাগারের অস্তিত্ব ইতোমধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু একটা সুষ্ঠু গ্রন্থনীতির আলোকে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠাগারগুলো যদি পরিচালনা করা যেত, তাহলে বোধ করি কিছুটা হলেও এর সুফল ঘরে তোলা সম্ভব হতো।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ সা'দাত আলী তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও লাইব্রেরী' গ্রন্থে পাঠাগার পরিচালনার বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, স্কুল-কলেজ পর্যায়ে পাঠাগার পরিচালনা, শিশু গ্রন্থাগার, আন্তঃলাইব্রেরী সহযোগিতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই ক্রয়, বই আমদানি, বইয়ের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, নিউজ লাইব্রেরী, কপিরাইট আইন, মজুদ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, লাইব্রেরী পরিচালনায় সরকারী নীতি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ছাড়াও, নীতি নির্ধারক মহলেও বইটি অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আশা করা যায়। লেখক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির গভীরে প্রবেশ করে যেমন অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন, তেমনি আলো ফেলেছেন লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন অন্ধকারের পরতে পরতে। একজন অনুসন্ধিৎসু গবেষকের মতো তিনি কেবল সমস্যাগুলো উন্মোচন করেই ক্ান্ত হননি, নানা যৌক্তিক পরামর্শ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর সমাধানের পথও বাতলে দিয়েছেন।

দেশে কেন পাঠাগার আন্দোলন গড়ে উঠছে না কিংবা জনগণের মধ্যে পাঠচেতনা বাড়ছে না –এ নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। এ কথা সত্য যে, সরকার পাঠাগারের পিছনে মোটা অর্থ ব্যয় করলেও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে তা যথাযথ কোন কাজে আসছে না। বিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠাগারগুলো সক্রিয় না থাকায় গ্রন্থমনস্ক পাঠক তৈরির চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে। এই গ্রন্থবিমুখতার ফলে সমাজে নানা ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়ছে। অপরদিকে কলেজ লাইব্রেরীগুলোকে ঢালাওভাবে যেসব বই বিতরণ করা হচ্ছে তা শিক্ষার্থীদের কতটা কাজে আসবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাছাড়া বই কেনায় যে টেন্ডার পদ্ধতি চালু আছে তাতে নানা অশুভ প্রবণতার সুযোগ ঘটছে। অপরদিকে বইপুস্তক আমদানির ক্ষেত্রে যে শুল্কচাপ ও অন্যান্য অসঙ্গতি রয়েছে তা বিরূপ ছায়া ফেলছে গ্রন্থজগতের ওপর। আন্তঃলাইব্রেরী সহযোগিতা বিষয়টি গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উন্নত বিশ্বে এই সহযোগিতা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে চালু থাকলেও এখানে এ ধারণাটি মজবুত ভিত্তি পায়নি এখনও। অথচ বিভিন্ন পাঠাগারের মধ্যে বইয়ের আদান-প্রদান ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হলে, পাঠক নানা ধরনের বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার যেমন সুযোগ পাবে, তেমনি পাঠাগারগুলোও বিভিন্নভাবে উপকৃত হবে। কপিরাইট আইনের প্রসঙ্গটি গ্রন্থের আরেকটি মূল্যবান সংযোজন। এ বিষয়টি সম্পর্কে লেখক, প্রকাশক, মুদ্রক, পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠকদের মধ্যে যে সীমাহীন অজ্ঞতা তা, গ্রন্থজগতে এক অসুস্থ পরিবেশ তৈরি করেছে। দেশে কপিরাইট আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকার ফলে লেখক যেমন বঞ্চিত হচ্ছেন, তেমনি প্রচুর ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে প্রকাশকদের। অথচ কপিরাইট আইনে গ্রন্থস্বত্বের মালিকানা কিভাবে নির্ধারিত হবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। এখন এর প্রয়োগ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে বইয়ের প্রকাশনা বিধি মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত হবে বলে আশা করা যায়। লেখক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টসমূহ গ্রন্থভুক্ত করে লাইব্রেরী সম্পর্কিত অংশটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লাইব্রেরী প্রসঙ্গে সরকারী নীতি সবিস্তারে বর্ণিত আছে এই রিপোর্টে। অন্যদিকে গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠাগারের যে তুলনামূলক চিত্র এবং লাইব্রেরীভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা বর্ণনা করেছেন তা নতুন ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি করবে।

মোহাম্মদ সা'দাত আলী এ ধরনের একটি সময়োপযোগী গ্রন্থ রচনা করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন বলা যেতে পারে।
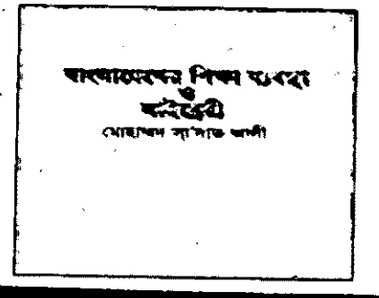
জাফর তালুকদার